ব্যক্তিগত চিঠি ২১ থেকে ৪৪

২১. সাম্প্রতিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বন্ধুকে সমবেদনা জানিয়ে একটি পত্র লেখো।

ঢাকা
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রিয় সবুজ
প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। তোমার দুর্ঘটনার দুঃসংবাদ শুনে আমার হৃদয় মর্মাহত। নিজেকে তোমার পাশে রাখতে না পেরে নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তবুও বাস্তবতাকে না মেনে উপায় নেই। আশা করি তুমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়োনি।
দুপুরে খাবার টেবিলে যাবার মুহূর্তে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই তোমার ছোটো ভাইয়ের কান্নাজড়িত কণ্ঠ শুনে আতকে উঠি। তাকে অভয় দিয়ে জানতে পারলাম কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তোমার আহত হবার খবর। লোকজন ধরাধরি করে তোমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়েছে। খবর শোনামাত্র আমার ইচ্ছে হয়েছিল উড়ে গিয়ে তোমার পাশে হাজির হই। কিন্তু চাইলেও তো তা সম্ভব নয়। সুদূর ঢাকা থেকে আসতে চাইলেও আসা সম্ভব নয়। কারণ, পরশু আমার সর্বশেষ পরীক্ষা। তার পরে তো প্রাকটিক্যালের ঝামেলা রয়েছেই। তবুও এই অক্ষমের সান্ত্বনা দুকলম লেখা। আশা করি আমার অবর্তমানে তুমি ধৈর্যের সাথে ওষুধপত্র খেয়ে যাবে।
হাজার কষ্টের মাঝেও এটুকু সান্ত্বনা তুমি আহত হলেও বেঁচে আছ। হয়তো তোমার আঘাত প্রাপ্ত হাত একদিন সেরে উঠবে। পিঠের ক্ষতও এক সময় সেরে যাবে। তুমি শুধু আমার খালুর কথা একবার ভেবে দেখো, দুই ভাইবোন রেখে খালাকে বিধবা করে হারিয়ে গেছেন আমাদের কাছ থেকে, সেও তো সেই সড়ক দুর্ঘটনার কারণে। তাই আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর, তিনি তোমাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেননি। আশা করি এ বাস্তবতাটুকু সহসাই মেনে নেবে।
আমি যত দ্রুত সম্ভব চলে আসব। দোয়া করি, তুমি যেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম দিয়ো। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি
তোমার বন্ধু
সোহাগ
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২২. একটি বইমেলার বর্ণনা দিয়ে তোমার প্রবাসী বন্ধুর কাছে একখানা পত্র লেখো।

গেন্ডারিয়া, ঢাকা
১৫ জুলাই ২০২৬

প্রিয় সাইদুর
আমার ভালোবাসাপূর্ণ শুভেচ্ছা নিয়ো। জানি না তোমার প্রবাসজীবন কীভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। তোমার সান্নিধ্যবঞ্চিত থেকে আমার মনে হয় আমি বন্ধুহীন হয়ে গেছি। গতকাল তোমার পত্রটি আমাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছে। তোমার পত্রটি পড়ে কী যে আনন্দ লেগেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো শব্দ, ছন্দ, উপমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই তো অব্যক্ত রয়ে গেল সে খুশির অনুভূতি। তারপরেও জানি তোমার অনুভবক্ষমতা প্রখর। তুমি নিশ্চয়ই অনুভব করে নিতে পারবে আমার আনন্দের মাত্রা।
খুশি, আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারলেও এবারের একুশে বইমেলায় আমার যে অনুভূতি তা তোমাকে না জানালে যে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। প্রতিবছরের মতো যথারীতি পয়লা ফেব্রুয়ারি বিকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্‌বোধনী ভাষণের মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এক ঝাঁক সাদা কবুতর উড়িয়ে তিনি বইমেলার উদ্‌বোধন করলেন। শান্তির পায়রাগুলো যখন উড়ে গেল তখন আমার প্রিয় কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার সেই লাইন মনে পড়েছিল–

হে পাখা বিবাগি?

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে!"

উদ্‌বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু স্টল ঘুরে দেখলেন। প্রথম দিনে মেলা তেমন জমে ওঠেনি। দ্বিতীয় দিন থেকে মেলায় প্রচুর মানুষ আসতে থাকে। এবারের মেলায় প্রায় সাড়ে চারশো স্টল ছিল। প্রত্যেকেই কিছু কিছু নতুন বই প্রকাশ করেছে। শিশু ও কিশোরদের বই ও সিডির কয়েকটি স্টল ছিল। সব স্টলেই মোটামুটি বিক্রি হয়েছে।
প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ মেলা চত্বরে বিকালবেলা বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রেখেছিল। মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই সুশৃঙ্খল। র‍্যাব সদস্যদের তৎপরতা ছিল প্রশংসনীয়। তবে গেটে লাইন ধরে লোক পবেশের ফলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মেলার অভ্যন্তরে ঢুকতে অনেক সময় লেগেছে। অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফিরে গেছে। তারপরেও বলা যায়, সার্বিকভাবে এবারের একুশে বইমেলা বেশ প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল লেখক, পাঠক, দর্শকের সমারোহে। প্রতিদিন নতুন বই এসেছে মেলায়। প্রতিদিনই বিভিন্ন টিভি চ্যানেল থেকে সংবাদ প্রতিনিধি এসেছে। প্রচার মাধ্যমগুলো নিয়মিত মেলা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য প্রচার করেছে। আজ আর নয়। সময় পেলেই লিখো। ভালো থেকো।

ইতি
তোমারই গুণমুগ্ধ
ইমরান

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৩. এইচএসসি পরীক্ষার পর অবসর দিনগুলো কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে তোমার বন্ধকে একটি পত্র লেখো।

রামপুরা, ঢাকা

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রিয় শফিক

আমার শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। আমিও ভালো আছি। অনেকদিন পর গতকাল তোমার একটি চিঠি পেলাম। চিঠিটি পেয়ে আমার খুব আনন্দ লেগেছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
তুমি চিঠিতে জানতে চেয়েছ এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্ববর্তী দিনগুলো কীভাবে কাটাতে চাই। আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ হলো। পরীক্ষার পর একটানা দুই মাস অবকাশ। এ সময়টা অযথা নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি তো জানো আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না। তাছাড়া আমার লেখাপড়ার খরচ চালানোর মতো তেমন কেউ নেই। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কম্পিউটার শিখব এবং ইংরেজি বিষয়ে কোর্স করব। কোর্স কমপ্লিট হলে ফলাফল প্রকাশের পর একটা চাকরির ব্যবস্থা করব এবং পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে যাব। এছাড়াও আমার আরেকটা ইচ্ছে আছে; আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। এ কারণে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে পড়াতে পারে না। আমি এই সব ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে প্রাইভেট পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমার কয়েকজন সহপাঠী একাজে সহযোগিতা করবে বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। এই পদক্ষেপে আমরা অবশ্যই সফল হব। আমার জন্য দোয়া কোরো। তোমার আব্বা-আম্মাকে সালাম দিয়ো। আজ আর নয়। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধ
রফিক

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৪. তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে/বান্ধবীকে একটি পত্র লেখো।

[ব. বো. '১৫; রা. বো. '১০, '১১; য. বো. '০৪]

ফকিরাপুল, ঢাকা
২ অক্টোবর ২০২৬

প্রিয় মামুন

শুভেচ্ছা নিয়ো। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। আশা করি ভালো আছ। তুমি চিঠিতে জানতে চেয়েছ আমাদের কলেজে কীভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করেছি।

তুমি তো জানো, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি অপরিসীম মর্যাদা নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে উপস্থিত হয়। ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা অবনত হয়। জাতীয় জীবনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনার সঞ্চার করে তার প্রভাব বাঙালি জীবনের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের কলেজ কতপক্ষ এ দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য আগে থেকেই তৎপর ছিল এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে মহান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ, 'জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব' বিষয়ক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভোর ছয়টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা ভোরে খালি পায়ে এলো শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। কণ্ঠে তাদের সেই অমর সংগীত– ৭'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।'

কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এ সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে এবং কালো পতাকা উত্তোলিত হয়। পরে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সকাল দশটায় 'একুশে ফেব্রুয়ারি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক অনুকরণীয় প্রত্যয়'– শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরাও এতে অংশগ্রহণ করে। দিবসটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করায় মাননীয় অধ্যক্ষ ইউনেস্কোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সবশেষে ছিল সংগীতানুষ্ঠান। একুশের গান ও দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে দিবসটি যেমন হয়ে উঠেছিল বেদনাবিধুর তেমনি তাৎপর্যমন্ডিত। আজ আর নয়। তোমার মঙ্গলময় জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধ
ইমন
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৫. তোমার অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধর কাছে একটি পত্র লেখো। *[জা. বি. '০০]*
অথবা, **বাংলাদেশের বিগত বন্যার ফল জানিয়ে তোমার কোনো প্রবাসী বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখো।** *[সি. বো. '০৫]*

নেত্রকোনা
১২ অক্টোবর ২০২৬

প্রিয় রফিক
আমার শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। আমরা ভালো নেই। পানির সাথে যুদ্ধ করে কোনো রকমে বেঁচে আছি। সম্প্রতি আমাদের এখানে হয়ে গেল স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। এ বন্যা আমাদের যে কি সর্বনাশ করে গেল তা তোমাকে না লিখে পারছি না। আমাদের এই বিশ্বনাথ উপজেলার এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে বন্যার পানি ওঠেনি। একদিকে সুরমা নদীর পানি এবং অন্যদিকে পাহাড়ি ঢলের তোড়ে এ বন্যা ভয়াবহ রূপ লাভ করে। চাষের জমি ও খামারসহ কৃষিপণ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং কাচা ঘরবাড়ি পানিতে ভেসে যায়। সাপের কামড়ে পানিতে ডুবে শিশু ও নারীসহ ৬–৭ জনের মৃত্যু হলে তাদের লাশ দাফন করাও মুশকিল হয়ে পড়ে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। মানুষ নিরাপদ আশ্যয়ের জন্য ছুটে চলে। গবাদি পশু আশ্রয় নেয় ঘরের ছাঁদে। স্কুলকলেজগুলো হয়ে পড়ে আশ্রয়কেন্দ্র। পথ ও পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। নিরাপদ পানির অভাবে বৃদ্ধ ও শিশুসহ বড়োরাও আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন রোগে। অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থার নেতৃবৃন্দ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। কোথাও কোথাও লঙ্গারখানা খোলা হয়েছে। সরকার থেকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। বন্যার পানি চলে গেছে কিন্তু নিয়ে গেছে হাজারো মানুষের আশ্রয়স্থল, গবাদি পশু, আত্মীয়স্বজন, ফসলের খেত। তারপরেও বন্যার্ত মানুষ সবকিছু হারিয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছে। যা দেখলে তোমার খুব কষ্ট হবে। যাহোক, তোমার বাবা–মাকে আমার সালাম জানাবে। ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি
তোমার বন্ধ
জারিফ

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৬. তোমাদের কলেজে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিবরণ দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

[কু. বো. '১৫; য. বো., চ. বো. '১২; ঢা. বো. '০৫]

অথবা, **কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখো।**

মিরপুর, ঢাকা
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রিয় মাহির

শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালোই আছ। গত সপ্তাহে তোমার একটি চিঠি পেয়েছি। ব্যস্ততার কারণে উত্তর দিতে দেরি হলো। গত দিন আমাদের কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হলো। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবশেষে এক জমজমাট আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে একঝাক শান্তির প্রতীক পায়রা এবং রংবেরঙের বেলুন উড়িয়ে করতালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ আমরা পালন করেছি নানা রকম অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল কবিতা আবৃত্তি, নির্ধারিত ও উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, গান, রচনা প্রতিযোগিতা, নাটক প্রভৃতি। ১ম দিনে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য-বিষয়ক সেমিনার, ২য় দিনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ৩য় দিনে নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা, ৪র্থ দিনে উপস্থিত বক্তৃতা ও নাটক, ৫ম দিনে কবিতা আবৃত্তি, ৬ষ্ঠ দিনে রচনা প্রতিযোগিতা এবং ৭ম দিনে ছিল পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অবশেষে বিকেল ৫টায় প্রধান অতিথির মূল্যবান বক্তৃতা ও সভাপতির ধন্যবাদ প্রদানের পর বর্ণাঢ্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। অনুষ্ঠানটি অনেক মনোমুগ্ধকর ছিল। তুমি থাকলে খুব মজা হতো। তোমার মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আজ আর নয়। ভালো থেকো। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো।

ইতি
তোমার বন্ধু
সোহাগ

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৭. পড়ালেখা শেষে কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

কল্যাণপুর, ঢাকা
১২ জুলাই ২০২৬

প্রিয় তাপস

শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। তোমার চিঠি পেয়েছি গতকাল। চিঠিটি পড়ে একটু অবাকই হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র তুমি, হঠাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের পেশা নিয়ে ভাবতে বসলে যে! পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে কোনো রচনা তৈরি করছ না তো? তুমি জানতে চেয়েছ লেখাপড়া শেষ করে ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে আমি কী ভাবছি? যাক, তুমি যখন জানতে চেয়েছ তখন তো বলতেই হবে।

রূপম, তুমি তো জানো আমার শহর তেমন ভালো লাগে না। গ্রামের প্রকৃতির ছবি সব সময় আমার হৃদয় জুড়ে থাকে। গ্রামের প্রতি উপেক্ষা দেখে মাঝে মাঝে আমি ব্যথিত হই। তুমি জানো অনেক কবি সাহিত্যিক গ্রাম বাংলাকে নিয়ে কবিতা সাহিত্য রচনা করেছে। এ সকল কবিতা সাহিত্য আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামের উন্নতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রামের মাটিকেই বলেছেন মা। শিক্ষিত লোকের মন গ্রামের মাটিকে উপেক্ষা করছে বলে আক্ষেপ করেছেন। গ্রামের উন্নতির জন্য প্রত্যেকটা গ্রামে সমবায়ী সংগঠন গড়ে তুলে তার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামের রাস্তাঘাট, তার পাঠশালা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা, চিকিৎসা কার্যক্রম, বিবাদ নিস্পত্তি সবকিছুই গ্রামভিত্তিক ও গ্রামবাসীদের দিয়ে করার কথা বলেছেন। গ্রামের আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতির জন্য পরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলেছেন আমাদের গ্রামপ্রধান। কৃষিনির্ভর দেশে উন্নতির জন্য এভাবেই তো আমাদের এগোনো দরকার। তাই আমি ভাবছি, আমি লেখাপড়া শেষে কৃষিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেব। এ জন্য পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকেই শিক্ষার বিষয় করব।

তুমি তো জানো, উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রামে আমাদের অনেক জমিজমা রয়েছে। সেখানে ইচ্ছে করলে আধুনিক খামার গড়া যাবে। হাস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, মাছের চাষ, ফলের বাগান করা যাবে। ফসলি জমিতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে। পাশাপাশি গ্রামের জনজীবনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ছোয়া আনার চেষ্টা করা যাবে। গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তুলে গ্রামের সবাই মিলে গ্রামের সমস্যা সমাধান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করা যাবে। সারা দেশ নিয়ে আমি ভাবছি না। ভাবছি, কে কী করল তার সমালোচনা না করে নিজের এলাকায় যতটুকু পারি অগ্রগতির জন্য কাজ করব। আমার এই চিন্তা সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ো। আজ অনেক লেখা হলো। সময় করে মাঝে মাঝে লিখো।

ইতি
তোমার বন্ধ
আসলাম
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৮. নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধকে একটি পত্র লেখো। *[য. বো. '০২]*

ফরিদপুর
১০ আগস্ট ২০২৬

প্রিয় হেলাল
আজ পয়লা বৈশাখ– বাংলা নববর্ষ। নতুন বছরের নতুন এই দিনটিতে তোমাকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আহা! গত বছর নববর্ষে আমরা দুজন রমনার বটমূলে একসাথে পান্তা খেয়েছি। আশ্চর্য অনুভূতিময় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দেখেছি। বৈশাখী মেলায় গিয়েছি। অথচ বাবার বদলির কারণে মফস্বল কলেজে পড়তে হয়েছে বলে আজ নববর্ষের সেই উন্মাদনা পাচ্ছি না। সেই সঙ্গে ভীষণভাবে অনুভব করছি তোমার শূন্যতা। আজ আমার কথা কি তোমার মনে পড়ছে?
তুমি এবার নিশ্চয় ঢাকায় কলেজের নতুন বন্ধদের নিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করছ। কেমন জমলো এবার রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান, বৈশাখী মেলা– এসব জানিয়ে চিঠি লিখো। সেই সঙ্গে লিখো নতুন বন্ধদের কথা। তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। কাকা কাকিমাকে সালাম জানিয়ো। তোমার বন্ধদের রইল নববর্ষের শুভেচ্ছা।

ইতি
তোমার বন্ধু
পারভেজ
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

২৯. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধকে একটি পত্র লেখো।

মানিকনগর, ঢাকা
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রিয় হানিফ
প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালোই আছ। আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও তুমি ঢাকা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগ হতে এ প্লাস পেয়েছ। পরীক্ষায় এই গৌরবোজ্জ্বল ফলাফল প্রদর্শন করার জন্য তোমাকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। শুনেছি, তোমার কলেজের শিক্ষকমন্ডলী, তোমার বাবা-মা এবং তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ ইতোমধ্যেই তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। তুমি নিজে কেবল একজন ভালো ছাত্রই নও, তুমি সংগীতের একজন গুণী শিল্পীও। শুনেছি, তুমি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলে। আমার একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তোমার এই অনির্বচনীয় আনন্দের উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারিনি। সেজন্য মনে কষ্ট অনুভব করেছি। যাহোক, আমি মনে করি যে তুমি আমার এক অকৃত্রিম বন্ধ।

জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যারা মনে করে, এ জীবন অর্থহীন তাদের বেঁচে লাভ কী? আমার বিবেচনায়, একজন তরুণ ও যুবককে সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হলে তাকেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে; লেখাপড়া ও জ্ঞান সাধনার আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে পারলে জীবনে কোনোদিনও ব্যর্থতা আসবে না। তুমি ছাত্রজীবনে যেমন নিয়মিতভাবে পড়াশোনা চালিয়ে আসছ তাতে আমি

আশা করেছিলাম যে, পরীক্ষায় তুমি অবশ্যই সাফল্য আনবে। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তোমাকে আমার পুনরায় আন্তরিক অভিনন্দন।

তুমি তোমার বাবা-মাকে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাবে। আসা করি শ্রীঘ্রই আমি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাতে যাব। সর্বাঙ্গীন কুশল জানাচ্ছি।

ইতি
তোমার অকৃত্রিম বন্ধ
হাসান
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিটে সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩০. পড়াশোনা শেষে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে বন্ধর কাছে একখানা পত্র লেখো।

বি.এম. কলেজ হোস্টেল, খুলনা
২৫ জুলাই ২০২৬

প্রিয় আসিফ
পত্রের প্রথমে আমার শুভেচ্ছা নিস। আশা করি ভালো আছিস। আমিও ভালো আছি। তুইতো জানিস যে, আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। অনেক দিন ধরে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবছি। বাবার ইচ্ছা ভবিষ্যতে আমাকে 'ওকালতি' পড়াবেন। তাতে খ্যাতি ও অর্থ উভয় দিকেই লাভের সম্ভাবনা। তবে ওকালতির প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক নেই। কারণ, দেশ এখন স্বাধীন, ওকালতি করার জন্য আইন পড়া আমার নিকট ছোটো আদর্শ বলে মনে হয়; জাতি গঠন ও জনসেবায় উকিলের চেয়ে ডাক্তারের স্থান ঊর্ধ্বে। এতএব, ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা আমার প্রবল। অবশ্য এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে, সেটা হলো আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। দরিদ্রতার কারণে অনেক মানুষ সুচিকিৎসার অভাবে মৃত্যবরণ করছে। এছাড়াও আমি দেখেছি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক ডাক্তার যেতে চায় না। ফলে ওই সব হত দরিদ্র মানুষেরা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধ মানুষ। তাই আমি ডাক্তার হয়ে ওই সকল হত দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে চাই। তুই কি তোর জীবনের লক্ষ্য ঠিক করেছিস? যদি করে থাকিস তাহলে অবশ্যই চিঠিতে জানাবি। আজ আর নয়, তোর বাবা-মাকে আমার সালাম জানাস। ভালো থাকিস।

ইতি
তোর বন্ধ
স্বপন
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিটে সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩১. তোমার দেখা একটি ঐতিহাসিক স্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বন্ধর কাছে একটি পত্র লেখো।

[চ. বো. '১০; কু. বো. '০৯; ঢা. বো. '০৫]

অথবা, **কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তোমার বন্ধর নিকট একটি পত্র লেখো।**

ঝালকাঠি
১৭ অক্টোবর ২০২৬

প্রিয় সাজ্জাত
ভালোবাসা নিয়ো। তোমার চিঠি পেয়েছি দুদিন হলো। তুমি লিখেছ স্বদেশকে সত্যিকারে চিনতে হলে প্রবাসী হতে হয়। কথাটি তুমি এখন বলছ, কিন্তু মনীষীরা বলে গেছেন অনেক পূর্বে। যা-হোক দেশের প্রতিটি ধূলিকণা তোমার কাছে খাটি সোনার চেয়ে খাটি মনে হয়– শুনে খুবই ভালো লাগছে। আমি কয়েকদিন আগে কলেজের শিক্ষাসফরে গিয়েছিলাম এক ঐতিহাসিক স্থানে। তোমার শুনলে ভালো লাগবে যে, সেই ঐতিহাসিক স্থানটি হচ্ছে বাংলাদেশের পুরাকীর্তি শহর নওগা, সেখানে দেখলাম পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার। অবাক বিস্ময়ে

দেখেছি আজ থেকে শত শত বছর আগে তৈরি করা ইমারতের ধ্বংসস্তূপ। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যা আজও বেঁচে আছে। শুধু তাই নয় বৌদ্ধ বিহার দেখে আমি এতটাই অভিভূত হয়েছি যে, এ বিষয়ে তোমাকে না জানিয়ে পারছি না।
কালের বিচারে বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন দেশ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করে। বৌদ্ধযুগে নওগার পাহাড়পুরে বৌদ্ধ আশ্রম, আশ্রমের কিছুদূরে সত্যপিরের ভিটা, তাম্রলিপি ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি এসব পুরাকীর্তির নিদর্শন এখানে রয়েছে। এসব পুরাকীর্তি আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য মজবুত করেছে। এই ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে অনেক অজানাকে আমি জেনেছি। দেশে ফিরে আসলে অবশ্যই তুমি এসব স্থান ঘুরে দেখবে বলে আশা করি। আমি ভালো আছি। প্রবাস সম্পর্কে আমারও জানার খুব ইচ্ছে। সময় পেলে চিঠি লিখে অবশ্যই জানাবে। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম ও ছোটোদের স্নেহ জানিয়ো। আজ এ পর্যন্তই।

ইতি
তোমার বন্ধু
লোটন

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিটে সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩২. একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার বা স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো। *[সি. বো. '০২]*

খিলগাও, ঢাকা
১৬ নভেম্বর ২০২৬

প্রিয় শাহনূর
আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। আমার মনটা ভালো নেই। গতকাল আমার চোখের সামনে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাটি বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।
কলেজ ছুটি হওয়া মাত্রই আমি বাসায় ফেরার জন্য তাড়াতাড়ি করে টিকিট কাটি। টিকিট নিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। হঠাৎ দেখি একটি লোক রাস্তা পার হতে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাসের নিচে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ। তারপর দেখি একটি দেহ স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাজা রক্তে রাস্তা ভেসে গেছে। এরকম একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এই দৃশ্য দেখে আমার হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। মুহূর্তেই শত শত লোক জড় হলো। ড্রাইভার পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গেল।
আমার মনের অবস্থা লিখে জানাবার মতো কোনো ভাষা নেই। জনগণের জন্য নিরাপদ সড়ক যে কত প্রয়োজন তা সেই দুর্ঘটনা না দেখলে বুঝতে পারবে না। সাবধানে রাস্তা পার হবে। তাড়াহুড়ো করবে না। আজ আর নয়। ভালো থেকো। চিঠি লিখো।

ইতি
তোমার বন্ধু
তানভীর

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৩. ছাত্রজীবনে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব বর্ণনা করে ছোটো ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লেখো।

মানিকগঞ্জ
১৩ মার্চ ২০২৬

প্রিয় আশিক
আশা করি ভালো আছ। আমরাও ভালো আছি। তুমি জেনে খুশি হবে যে, আগামীকাল আমাদের ক্লাসের সবাই মিলে ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শিক্ষাসফরে যাচ্ছি। আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিবছর শিক্ষাসফরে যাওয়া উচিত। যেমন ধরো, আমরা যদি ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাই; তবে সেই সময়ের মুক্তিযুদ্ধের অনেক অস্ত্রশস্ত্র, নির্যাতনের অনেক চিত্র দেখতে পাব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারব। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। শুধু বই পড়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ইতিহাসসমৃদ্ধ জায়গাগুলোতে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব। বাস্তব শিক্ষার জন্য শিক্ষাসফরের কোনো বিকল্প নেই। আবার আমরা

যে গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপন করি, সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে একঘেয়েমি পরিহার করতে হলেও শিক্ষাসফর প্রয়োজন। এ সফর আমাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াবে এবং নতুন উদ্যমে কাজ করতে উৎসাহ জোগাবে। আশা করব তোমারও এ ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হবে। আব্বা-আম্মাকে সালাম আর মনিকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। সময় পেলে তুমি আমাকে চিঠি লিখো।

ইতি
তোমার বন্ধু
মেহের
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৪. 'ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান ক্ষতিকর'– এই মর্মে তোমার ছোটো ভাইয়ের নিকট একটি পত্র লেখো।

অথবা, **ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কুফল জানিয়ে ছোটো ভাইয়ের নিকট একটি পত্র লেখো।**

স্টেশন রোড, ভৈরব
১৭ জুন ২০২৬

স্নেহের মিলন
আমার ভালোবাসা ও স্নেহ নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি। শুনতে পেলাম তুমি নাকি ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছ। কথাটি শুনে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি।

তুমি এইচএসসি-তে ভালো রেজাল্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। আমাদের সবার আশা তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড়ো ডিগ্রি নিয়ে বের হবে। ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য হলো লেখাপড়া করা। ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে লেখাপড়ার যেমন ক্ষতি হয় তেমনি বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। স্বার্থান্বেষী নেতারা ছাত্রদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন। এতে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় এবং জীবন হুমকির মুখে পড়ে।

এখনই জীবনকে গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। অবহেলা করে সময় নষ্ট কোরো না। ছাত্র-রাজনীতির কুফল কি তা তুমি জানো। তাই রাজনীতির পেছনে সময় নষ্ট না করে লেখাপড়া করে আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলো, যাতে তুমি ভবিষ্যতে একজন স্বনামধন্য নেতা হতে পারো। আশা করি, তুমি রাজনীতি থেকে সরে যাবে। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে। তোমার সুস্বাস্থ্য কামনায় এখানেই শেষ করছি।

ইতি
তোমার বড়ো ভাই
কিরণ
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৫. তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

রায়েরবাজার, ঢাকা
১৮ নভেম্বর ২০২৬

প্রিয় মিঠু
আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন পর তোমার লেখা চিঠিটি পেয়ে সমস্ত ব্যস্ততা ফেলে লিখতে বসলাম। আজ দুদিন ধরে আমাদের কলেজে বিজ্ঞান মেলা চলছে। মেলার উপকমিটিতে আমি আছি, ব্যবস্থাপনার কিছুটা দায়িত্ব তাই আমার ওপর। এ নিয়ে আমরা কত কর্মব্যস্ত, কত উত্তেজনা, কত আনন্দে আছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

গত বছরের তুলনায় এ বছর মেলা অনেক বেশি জমেছে। এ উপলক্ষ্যে কলেজভবন সাজানো হয়েছে নানাভাবে, নানাঢঙে। প্রবেশদ্বারটি মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলেছে এ মেলা। নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন কলেজের প্রতিযোগীরা তাদের তৈরি প্রদর্শনী নিয়ে নিজ নিজ স্টলে বসে পরে। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৫টি। কলেজের শ্রেণিকক্ষ, হলঘর, ছাত্রাবাস সবকটিকেই বিজ্ঞান প্রদর্শনকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবার মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এমন সব বিজ্ঞান প্রজেক্ট এনেছিল যে, তুমি দেখলে ভাববে সবাই বুঝি এক একজন ক্ষুদে বিজ্ঞানী। বিশেষ করে, 'বৈদ্যুতিক সংযোগহীন গ্রামীণ ফ্রিজ', 'গ্যাস বাতি', 'সৌরচুল্লি' প্রজেক্টগুলো ছাত্র–শিক্ষকের মাঝে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মেলার প্রথম দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী এসে মেলার শুভ উদ্‌বোধন করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন ও আমাদের নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। মেলার

এক পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর বক্তব্য রাখেন। আমার জীবনে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলায় বিজ্ঞান মেলার এই দৃষ্টান্ত অমর হয়ে থাকবে। আজ আর নয়, তুমি ভালো থেকো। এই কামনায় যবনিকা টানছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
রতন
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৬. তোমার হোস্টেল জীবনের বর্ণনা দিয়ে তোমার বড়ো ভাইয়ের কাছে পত্র লেখো।

বিএম কলেজ হোস্টেল, বরিশাল
১২ জুলাই ২০২৬

শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই

আমার সালাম নিবেন। আশা করি বাড়ির সবাই ভালো আছে। আমিও ভালো আছি। আমার হোস্টেল জীবনের এক বছর শেষ হতে চলল। হোস্টেলে বাস করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে বিষয়ে আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছি না।

হোস্টেল জীবন মনোযোগী শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য অনেক উপযোগী। এখানে পরিবারের সব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। তাছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসা যায়। ফলে পড়াশোনায় উন্নতি হয় এবং সুষ্ঠু মানসিকতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তবে হোস্টেল জীবনে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে। হোস্টেলে নানা ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। এদের মধ্যে কেউ সৎ, কেউ অসৎ, কেউ ভালো, কেউ মন্দ। কখনো দেখা যায় ভালো ছাত্ররা চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নষ্ট করে ফেলে।

কাজেই হোস্টেল জীবনে ভালোমন্দ উভয়ই থাকে। এখানে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে যেমন সুন্দররূপে গড়ে তুলতে পারে তেমনি আবার জীবনটা নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই হোস্টেলে সবার উচিত ভালো, চরিত্রবান ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে মেলামেশা করা এবং অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। তাহলেই জীবনে উন্নতি করা সম্ভব এবং নিজেকে একজন ভালো মানুষরূপে গড়ে তোলা সম্ভব। আজ এখানেই শেষ করছি। আমাকে দোয়া করবেন। আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম ও ছোটোদেরকে আমার স্নেহ দিবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি
আপনার ছোটো ভাই
আদনান
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৭. গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কেটেছে তা জানিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো।

গোপীবাগ, ঢাকা
১৫ এপ্রিল ২০২৬

প্রিয় রবিন

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমাদের কলেজে বিশ দিন গ্রীষ্মের ছুটি দিয়েছিল। আমি অনেকদিন গ্রামের বাড়ি যাই না। তাই ভাবলাম এই ছুটিতে গ্রামে যাই। আমার মামার বাড়ি গেলাম। অনেকদিন পর আমাকে পেয়ে সবাই অনেক আনন্দিত। বাড়িতে যেন হইচই পড়ে গেল। রাতে সবাই একসাথে খেতে বসলাম। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম কোথাও বেড়াতে যাব। কিন্তু কোথায় যাব? হঠাৎ আমার মাথায় এলো পাহাড়পুরের কথা। পাহাড়পুর একটি বৌদ্ধবিহার, যার আরেক নাম সোমপুর বিহার। এটি নওগা জেলায় অবস্থিত।

পরের দিন সকালে সবাই মিলে একটি গাড়ি নিয়ে গেলাম পাহাড়পুরে। সত্যিই দেখার মতো। দূর থেকে মনে হচ্ছে উঁচু একটা পাহাড় দাড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি দেয়ালে নানা রকমের কারুকাজ। এখানে একটি জাদুঘরও আছে। দুপুরে পাশের একটা হোটেলে সবাই

NABARUN PUBLICATION

মিলে খেলাম। তারপর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর বাসায় চলে এলাম। কয়েকদিন পর আবার গেলাম বগুড়ার মহাস্থানগড়ে। তারপর দিনাজপুরের স্বপ্নপুরীতে। এবারে মামার বাড়িতে প্রতিটি দিনই খুব ভালো কাটছিল। ধীরে ধীরে ছুটি শেষ হয়ে এলো। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। এবার বাড়ি ফেরার পালা। চলে এলাম ঢাকায়। বাসায় কিছুদিন বন্ধদের সাথে সময় কাটালাম। তারপর আবার ছুটির পর শুরু হলো কলেজ। এভাবেই এবারের গ্রীষ্মের ছুটি কাটালাম। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো। তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
তোমার বন্ধ
শরিফ
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৮. সিডর ২০০৭ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধর কাছে একটি পত্র লেখো।

কলেজ রোড, পিরোজপুর
১৮ অক্টোবর ২০২৬

প্রিয় সাইফুল
শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। গতকাল তোমার চিঠি পেলাম। চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর সম্পর্কে। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ রাতে সিডর নামের ঘূর্ণিঝড়টি আমাদের জীবনের অনেক কিছুই বদলে দেয়। সিডরের তান্ডবের খবর সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। সিডর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল লন্ডভন্ড করে দেয়। যা ঘটিয়েছিল মানবিক বিপর্যয়। এটি হাজারো মানুষের জীবন কেড়ে নেয় এবং লাখো একর জমির ফসল ধ্বংস করে। সিডরের নির্মম তান্ডবে লাখো গবাদি পশু প্রাণ হারায়, কোটি কোটি টাকার গাছ উপড়ে যায় এবং হাজারো ঘরবাড়ি ভেঙে যায়।
সরকারের হিসাবমতে, সিডর দেশের ৩০টি জেলায় আঘাত হানে। ১৬ লাখ পরিবারের ৬৯ লাখ মানুষ সিডরের শিকার হয়। ৪ লাখ ৬২ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বলে, নিখোজ রয়েছে ১ হাজার ১৮০ জন। রেডক্রস বলে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। ৯ হাজার ২৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ হাজার ৩৫৫টির কোনো অস্তিত্ব নেই। ভেঙে যায় ১২ লাখ ৮ হাজার বসতঘর। তার মধ্যে ৩ লাখ ৬৫টি ঘরের কোনো চিহ্ন নেই। ১ হাজার ৬৫৪টি ব্রিজ-কালভার্ট ভেঙে যায়। ৮৪৮ কিলোমিটার সড়ক অচল হয়ে যায়। আংশিকভাবে ক্ষতি হয় ৮৮ হাজার ৫৮০ কিলোমিটার রাস্তা। ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা শুধু দেশেই নয় বিদেশেও আতঙ্ক ছড়ায়। আন্তর্জাতিক মিডিয়া সিডরের ক্ষয়ক্ষতি গুরুত্বের সাথে কভার করে এবং শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশে আসে। সিডরের আঘাতে সবকিছু হারিয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে মানুষের জন্য কতটা নির্মম হতে পারে তা সিডর অধ্যুষিত এলাকা যে পরিদর্শন না করেছে তার পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ তখন আমরা কতটা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যেন সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে পারি।
ভালো থেকো। শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ো। সুযোগ পেলে বেড়াতে এসো। আজ আর নয়। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি
তোমার বন্ধ
মাহিন
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৩৯. বাংলাদেশের পাখির বর্ণনা দিয়ে তোমার এক বিদেশি/প্রবাসী বন্ধর নিকট একটি পত্র লেখো।

পাবনা

২২ নভেম্বর ২০২৬

প্রিয় মাইকেল

কয়েকদিন পূর্বে তোমার একখানা পত্র পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। পত্রে তুমি বাংলাদেশের পাখি সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে প্রচুর পাখির বাস। নানা বর্ণের, নানা আকারের পাখি এখানে দেখা যায়। শহর ছেড়ে একটু গ্রামের দিকে গেলেই অসংখ্য পাখির সমাবেশ মনকে উৎফুল্ল করে। বিচিত্রবর্ণের পাখির আবার বিচিত্র নাম। সব পাখির নাম জানানো সম্ভব নয়। তবে কয়েকটার নাম তোমাকে জানাচ্ছি– দোয়েল, কোয়েল, পাপিয়া, টিয়া, ময়না, বুলবুলি, বক, মাছরাঙ্গা, শালিক, ফিঙ্গে, খঞ্জন ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কিছু পাখি আবার সব ঋতুতে দেখা যায় না। যেমন– কোকিল। কোকিলের মিষ্টি ডাক আমরা শুধু বসন্তকালেই শুনতে পাই। এজন্য বাংলার কবি সাহিত্যিকরা এ পাখির নাম দিয়েছেন বসন্তের কোকিল, কি মিষ্টি নাম তাই না? কোকিলের রং কিন্তু একদম কালো। বক, মাছরাঙ্গা পাখিগুলো আবার জলাশয়ের ধারে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। টিয়া পাখি বেশি দেখা যায় বর্ষাকালে; একসঙ্গে ঝাঁক ধরে থাকতেই এরা বেশি পছন্দ করে। সবুজ রঙের টিয়া পাখির ঠোঁট লাল। খয়েরি রঙের শালিক, কালো রঙের ফিঙ্গে, ছাই রঙের খঞ্জন পাখি সর্বদাই দেখা যায়। খঞ্জন পাখির স্বভাব আবার খুব চঞ্চল। এরা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। পাপিয়ার ডাক আমাদের গ্রামবাংলার বউদের মন উদাস করে দেয়। আমাদের দেশের পাখিদের মোটামুটি একটি ধারণা তোমাকে দিলাম। আশা করি ভালো আছ। আমার ভালোবাসা নিয়ো।

ইতি
তোমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু
রাকিবুল ইসলাম
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

৪০. তোমার কলেজে বৃক্ষরোপণ অভিযান কীভাবে পালন করেছ তা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখো।
অথবা, **'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র রচনা করো।**

তেজগাঁও, ঢাকা
১৪ জুলাই ২০২৬

প্রিয় সোহেল

অনেক দিন হলো তোর কোনো খোঁজখবর জানি না। তুই আমাকে ভুলেই গেলি নাকি? কত স্মৃতি তোর সঙ্গে আমার। আমার তো তোর কথা সবসময়ই মনে পড়ে। কিছুদিন ধরে একটু ব্যস্ত আছি। কারণ, আমাদের কলেজে এখন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার হচ্ছে। তারপরও এত ব্যস্ততার ফাঁকে কিছুটা সময় বের করে তোকে লিখতে বসেছি।

আজ কলেজে যে বিষয়ের ওপর সেমিনার হয়েছে তা হলো বৃক্ষরোপণ। সেমিনারে অংশগ্রহণ করে মনে হলো, আমি যেন নতুন করে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। এতদিন আসলে বিষয়টি নিয়ে এভাবে চিন্তা করিনি। বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি দেশের মূল আয়তনের প্রায় পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের দেশে মোট আয়তনের মাত্র সতেরো শতাংশ বনভূমি রয়েছে। অথচ বৃক্ষ না থাকলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেত। কারণ বৃক্ষের ওপরই আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নির্ভর করে। তাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে প্রত্যেককেই নিজের উৎসাহে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। আমরা এখন নবীন। এ বিষয়ে তাই আমাদের অনেক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বৃক্ষরোপণের বিষয়টি যে এত গুরুত্বপূর্ণ তা হয়তো আমাদের মতো করে আগের মানুষেরা অনুভব করেনি। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বৃক্ষরোপণ করার উদ্যোগটি প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের নবীন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। বৃক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতে হবে। দেশে যে হারে বৃক্ষ নিধন চলছে তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যদি সত্যি সত্যি সকলেই বৃক্ষরোপণ শুরু করে তাহলে মরুকরণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব।

আজ আর নয়, যদিও আমার লেখা শেষ করতে ইচ্ছে করছে না। আমি আশা করব, এরপর থেকে তুইও আমাকে নিয়মিত লিখবি। শুভকামনা রইল।

ইতি
পারুল

[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৪১. একটি স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো।

মতলব, চাঁদপুর
২৬ নভেম্বর ২০২৬

প্রিয় আসাদ
প্রথমেই আমার আন্তরিক ভালোবাসা গ্রহণ কোরো। আশা করি ভালো আছ। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটা স্মরণীয় ঘটনা তোমাকে জানাতে আজ লিখতে বসলাম। গত ১৮ তারিখ সকালে কলেজে যাওয়ার সময় আমার চোখের সামনে একটা ঘটনা ঘটে। দুজন পথচারী শিশু নদীর পাশে খেলা করছিল। হঠাৎ করে ধাক্কা লেগে একটি শিশু নদীতে পড়ে গেল। অপর শিশুটি ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি তখনই ছুটে গেলাম। কিছু না ভেবেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নদীর স্রোতে ততক্ষণে শিশুটি কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে নদীর পাড়ে টেনে তুললাম। তখন শিশুটির জ্ঞান ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে অনেক চেষ্টার পর তার জ্ঞান ফিরল। জীবন বাঁচানোর যে কি অদত আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কোনোদিন ওই দিনটি আমি ভুলব না।
আজ এখানেই শেষ করলাম। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম দিয়ো। তোমার মঙ্গল কামনায় শেষ করছি।

ইতি
রফিক
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিটে সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৪২. 'পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ব্যক্তি তথা জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ'।– এই মর্মে ছোট ভাইয়ের নিকট একটি পত্র লেখো।
[ব. বো. '০৩]

মগবাজার, ঢাকা
২ ডিসেম্বর ২০২৬

স্নেহের নাহিদ
ভালোবাসা নিয়ো। আজই তোমার একটি চিঠি পেলাম। বাড়ির সবাই ভালো আছে জেনে ভালো লাগছে। চিঠিতে তুমি উল্লেখ করেছ, আগামী সপ্তাহে তোমার পরীক্ষা শুরু হবে। আমি তো জানি, তুমি কখনো পড়াশোনায় ফাঁকি দাও না। যেহেতু পরীক্ষার আর বেশি দিন নেই, সেহেতু এখন তোমার উচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বারবার পড়া এবং লেখা। এ কাজটি করতে গেলেই তুমি তোমার দুর্বলতাগুলো বুঝতে পারবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারবে।

আর হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমাকে না বললেই নয়। আজকাল অনেক শিক্ষার্থীই ক্লাসে মনোযোগী থাকে না। ক্লাসে অমনোযোগী থাকার ফলে তারা বাড়িতে গিয়েও পড়া বুঝতে পারে না। ফলে তারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে। তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে। তোমাকে মনে রাখতে হবে, তোমরাই একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। কাজেই নিজেকে তার যোগ্য করে গড়ে তোলো। যারা পরীক্ষায় নকল করে পাশ করে, তাদের দ্বারা দেশের অমঙ্গল ছাড়া ভালো কিছু হতে পারে না।

আশা করি, তুমি তাদের মতো হবে না। ক্লাসে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি চাই, তুমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখো। তোমার মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি। ভালো থেকো। বাবা-মাকে সালাম আমার জানিয়ো।

ইতি
তোমার বড়ো ভাই
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৪৩. মাদকাসক্তির কুফল জানিয়ে তোমার ছোটো ভাইকে একটি উপদেশমূলক পত্র লেখো। *[রা. বো. '১৪; ব. বো. '০৫; সি. বো. '০৮]*

কাজীপাড়া, ঢাকা
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রিয় বকুল,

আমার শুভেচ্ছা ও দোয়া নিয়ো। গতকাল মায়ের চিঠি পেয়ে খুবই চিন্তিত হলাম। তুমি এমন হতে পারো তা কোনোদিন ভাবিনি। তোমাকে নিয়ে আমাদের পরিবারের অনেক আশা। আমার এ চিঠি পেয়ে আশা করি সংযত হয়ে চলবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবে। মায়ের চিঠিতে জানতে পারলাম তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিজান মাদকাসক্ত। তুমিও আগের মতো নিয়মিত পড়াশোনা করছ না, মিজানের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে মূল্যবান সময় নষ্ট করছ। তোমাকে দ্রুত তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। মা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন তুমি মাদকাসক্তির এ মরণ-নেশায় আক্রান্ত হয়েছ কিনা? যদিও মাকে আমি আশ্বস্ত করেছি যে, তোমার পক্ষে এ কাজ করা কোনোদিনই সম্ভব নয়। তদুপরি সঙ্গদোষে অনেক সময় মহাসর্বনাশ ঘটে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এ বিষয়ে তুমি বেশ সচেতন। তবু তোমাকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যে কেউ মাদকাসক্ত বন্ধু বা সঙ্গীদের প্রভাবে নিজের অজান্তেই মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠতে পারে। তাই এ ধরনের বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই উত্তম। মাদকাসক্তিকে বলা হয় মরণ-নেশা। মৃত্যুই এর অনিবার্য পরিণাম। এ নেশা স্নায়ুকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দেয়। মননশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। এদের দেখা দেয় খিদেমন্দা, ঘুম হয় না, হাসিকান্নার বোধ থাকে না, ওজন কমে যায়, ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসায় ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তুমি তোমার বন্ধুদের এ বিষয় সম্পর্কে সচেতন করবে বলে আমি আশা করি।

তোমার সামনে জটিল পথ, তা তোমাকেই পাড়ি দিতে হবে। তোমার সুবিধা-অসুবিধা আমাকে লিখে জানাবে। তোমার ফাইনাল পরীক্ষার তো খুব বেশি দিন নেই। তাই নিয়মিত পড়াশোনা করবে। তোমার জন্য স্নেহ রইল। আজ এখানে শেষ করছি।

ইতি
তোমার বড়ো ভাই
তুহিন
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৪৪. বই পড়ার আনন্দ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানা পত্র লেখো।

সুনামগঞ্জ
২০ অক্টোবর ২০২৬

প্রিয় মুরাদ
আশা করি ভালো আছ। আমিও ভালো আছি। তোমার চিঠিতে জানতে পারলাম, তুমি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়তে শুরু করেছ। তোমার এ সংবাদ পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। কারণ আমিও বই পড়তে পছন্দ করি। তুমিতো জানো, বই পড়েই আমি আমার অবসর সময় কাটাই। আমাকে বেশি আনন্দ দেয় ভ্রমণকাহিনিমূলক বইগুলো। এই বইগুলো পড়ে আমি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রা ও নতুন নতুন স্থান সম্পর্কে জানতে পারি। এটি আমার জানার ও দেখার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি আমার মনকে প্রফুল্ল করে। এছাড়া আমি অন্যান্য বইও পড়ি। এভাবেই বই আমাকে বিভিন্ন সময় আনন্দ, উৎসাহ আর জানার আগ্রহে মাতিয়ে রাখে। আজ আর বেশি কিছু লিখছি না, 'গল্পগুচ্ছ' বইটি পড়ে তোমার কেমন লেগেছে আমাকে জানাবে।

ইতি
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
সাইদুর
[*দ্রষ্টব্য:* পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহায।]

৪৫. কলেজের শেষ দিনে তোমার মনের অবস্থা জানিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো।

সাতক্ষীরা
১৪ আগস্ট ২০২৬

প্রিয় নীলয়
আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। বেশ কিছুদিন হয় তোমার কোনো সংবাদ জানি না, আশা করি কুশলে আছ। তুমি জানো যে, এবার আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছি। এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাদের কলেজে টেস্ট পরীক্ষা হয়। টেস্ট পরীক্ষা মানে মূল পরীক্ষায় বসার আগে মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার আগে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একদিন ঘটা করে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া

হলো। শহিদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে দুই বছর আমি পড়াশোনা করেছি। কলেজের সাথে আমার মনের যেন গাটছড়া বাঁধা পড়েছিল। কলেজের দরজা-জানালা, চেয়ার-টেবিল, শিক্ষক-শিক্ষিকা, খেলার মাঠ, কলেজের ঘণ্টা পড়ার শব্দ– সবই যেন আমার একেবারে মুখস্থ। কাউকেই আলাদা করে ভাবতে পারিনি, কেউই আমার পর নয়। দুই বছর একটানা সকাল দশটায় কলেজে এসেছি, বিকেল পাঁচটায় কলেজের আঙিনা ত্যাগ করে বাড়ির পথ ধরেছি। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সব ঋতুতেই কলেজে গিয়েছি, লেখাপড়া করেছি। এই দুই বছরে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাঁদের যাবার সময় দুই চোখ ছাপিয়ে অশ্রু ঝরেছে, সংবরণ করতে পারিনি।

অবশেষে, সেদিন আসলো যেদিন আমি কলেজ হতে বিদায় নিলাম। যেদিন আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হলো, সেদিন আমার মনের অবস্থা যে কী হলো তা নিশ্চয় তুমি জানতে চাইবে। তাই লিখছি। দ্বাদশ শ্রেণির বিদায়ি শিক্ষার্থীদের পক্ষ হতে কিছু বলার জন্য আমাকেই অনুরোধ করা হলো। সুতরাং না বললেই নয়। প্রথমে শিক্ষক মহোদয় আমাদের উদ্দেশে উপদেশসহ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর পরই আমার পালা। আসন হতে উঠে দাঁড়াবার সময় আমার পা কাঁপতে লাগল। নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে ধীরে ধীরে কয়েকটি কথা বললাম। কিন্তু তখন আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। এতদিনের সম্পর্ক। কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষকবৃন্দের বুকভরা ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার কথা কোনোদিন ভুলতে পারা যাবে কি?

একবার আমি এক কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলাম। অধ্যক্ষ মহোদয় প্রত্যহ একবার করে আমাকে দেখতে যেতেন। সেদিন বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁর স্নেহমাখা মধুর মূর্তি বারবার আমার মনের মুকুরে ছায়া ফেলছিল। সেদিন বিশেষ কিছু বলতে পারিনি। প্রিয়জনের কাছ হতে বিদায় নিতে অনেককেই দেখেছি। কিন্তু সেদিন আমি যখন কলেজ হতে বিদায় নিয়েছিলাম তখন কেবল একটি কথাই উঁকিঝুঁকি মারছিল যে, এখানে আর আমি আসব না, পৃথিবীর বৃহত্তম ক্ষেত্রে বিচরণ করার এখন ছাড়পত্র পেলাম। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় আমার বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা যেন পরিপূর্ণ হয়; দেশ, সমাজ, জাতিকে যেন আমি আমার সামান্য শক্তি দিয়ে সেবা করার যোগ্য হই।

আমার সেদিনের মনের অবস্থার কথা এটি হতেই তুমি অনুমান করতে পারছ, আশা করি। শুভেচ্ছা নিয়ো।

ইতি
প্রীতিমুগ্ধ
আলী আশরাফ

[***দ্রষ্টব্য:*** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

NABARUN PUBLICATION